দৈনিক সংবাদ

59

তারিখ ... ... NOV-04 1999...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এখনই নির্বাচন হলে

আ'লীগকে ভোট দেবে ২৬ ভাগ, বিএনপিকে ২৩ ☐ ৩৬ ভাগ চুপ

ডেমোক্রেসি ওয়াচের জরিপ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"আগামীকাল যদি একটি সাধারণ নির্বাচন হয়, তাহলে আপনি কাকে ভোট দেবেন?"- এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৬ ভাগ মানুষ কোন দলের পক্ষেই রায় দেননি। আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছেন ২৬% এবং বিএনপির পক্ষে মত দিয়েছেন ২৩%। এছাড়া জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৮%, জামাত ৪% এবং অন্যান্য ৩%। দৃশ্যত আওয়ামী লীগ তার নিকট - প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির তুলনায় ৩% এগিয়ে থাকলেও প্রকৃত অর্থে কোন্ দল এগিয়ে আছে তা

জরিপ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

জরিপ ঃ ডেমোক্রেসি ওয়াচের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্পষ্ট নয়। কারণ মোট উত্তরদাতার ৩৬% কোন পক্ষেই মত দেননি।

সম্প্রতি ডেমোক্রেসি ওয়াচ পরিচালিত এক মতামত জরিপে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। প্রায় ৬১ ভাগ লোক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জনপ্রিয়তা এবং দলগত অবস্থান ঃ দেশের প্রধান দুই নেতৃত্ব শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া, প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কার জনপ্রিয়তা কতটুকু, কাদের উপর জনগণ সন্তুষ্ট বেশি- এ জাতীয় কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয় উত্তরদাতাদের কাছ থেকে। উত্তরগুলো নিচে সাজানো হলো।

সবকিছু মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর সন্তুষ্ট ৩৮% উত্তরদাতা। প্রধানমন্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট ৩৪%, কিছুটা সন্তুষ্ট আবার কিছুটা অসন্তুষ্ট বলেছেন ২৫%, নিরুত্তর থেকেছেন ৩%।

সবদিক মিলিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার উপর কিছুটা সন্তুষ্ট আবার কিছুটা অসন্তুষ্ট বলেছেন ৩৯%। সন্তুষ্ট ৩১%। খালেদা জিয়ার উপর অসন্তুষ্ট ২৮%। কিছু বলেননি ২%।

৩৬% উত্তরদাতা সবদিক মিলিয়ে সরকারের উপর সন্তুষ্ট। ৩২% সন্তুষ্টও নয় আবার অসন্তুষ্টও নয়, ২৯% সরকারের উপর অসন্তুষ্ট, কিছুই বলেননি ৩%।

সবদিক মিলিয়ে প্রধান বিরোধীদল বিএনপির উপর কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো অসন্তুষ্ট ৪০% উত্তরদাতা, সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি দুটোর ক্ষেত্রেই এ সংখ্যা যথাক্রমে ২৮% ও ২৮%। কোন মত দেননি ৪%।

শহরের উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অবস্থান যথাক্রমে ২৬% এবং ২২% কিন্তু গ্রামীণ উত্তরদাতাদের মধ্যে বিএনপি সামান্য এগিয়ে (আওয়ামী লীগ ২৫% ও বিএনপি ২৬%)।

পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবেন বলেছেন ২৭% এবং বিএনপিকে ২৪%। মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবেন বলেছেন ২২% কিন্তু বিএনপিকে ২৩%।

সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা এবং সরকার ও বিরোধীদলের উপর জনগণ কতটা সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট তাও জরিপ করেছে ডেমোক্রেসি ওয়াচ। এতে দেখা যায় ৩৬ ভাগ মানুষ সরকারের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। বিরোধীদলের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ২৮ ভাগ।

ডেমোক্রেসি ওয়াচ গত ৪ থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত দেশের ৪টি বিভাগীয় শহর এবং ৪টি থানায় এই জরিপ পরিচালনা করে। বিভাগীয় শহরগুলো হচ্ছে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেট। থানা এলাকা হচ্ছে সাভার, সীতাকুণ্ড, ফুলতলা ও ফেঞ্চুগঞ্জ। এসব এলাকার ১৮ বছরের উর্ধ্ব বয়সী সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক-মালিকসহ বিভিন্ন পেশার লোকের মতামত নেয়া হয় জরিপে।

জরিপের ফলাফলে বলা হয়, দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করেন ভারতের সঙ্গে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তির ইস্যুটি বিরো[illegible] সাথে আলোচনা করে এটি সংস[illegible] করা উচিত। তবে ভারত, [illegible] পাকিস্তানকে নিয়ে ট্রান্সশিপমেন্ট [illegible] ট্রানজিটকে সমর্থন করেন-৮৫-ভাগ মা[illegible]

৫৩% লোক ট্রান্সশিপমেন্ট বিষয়ে [illegible] আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে অল্প জা[illegible] ৩১% মোটেই জানেন না। ১৬% লো[illegible] বিষয়ে জানেন। শিক্ষিতদের [illegible] ট্রান্সশিপমেন্ট সম্পর্কে জানার হার বে[illegible] যারা জানেন বা অল্প জানেন (১৬% [illegible] ৫৩%=৬৯%) তাদের থেকে ট্রান্সশিপমে[illegible] বিষয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে [illegible] ৫১% উত্তরদাতা মনে করেন ট্রান্সশিপমে[illegible] বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ২৯% ভাবছেন এটি মোটামুটি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ১৭% মনে করেন এটি মোটেই জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু [illegible] ব্যাপারে কোন মতামত [illegible] শ্রমিক, [illegible]কম

[illegible]গুলো (যেমন রেডিও, বিটিভি) কোন ভূমিকা রাখছে না বা ভূমিকা রাখলেও এক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষতা হারিয়েছে- এমন মত পোষণ করেন প্রায় অর্ধেক (৪৭%) উত্তরদাতা। মোটামুটি ভূমিকা রাখছে এমন বিশ্বাস এক-তৃতীয়াংশের (৩৩%)। গণমাধ্যমগুলো নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখছে এমন মত দিয়েছেন ১৭% সাক্ষাৎদানকারী। ৩% কোন উত্তর দেননি।

পরিবহন ব্যবস্থায় জড়িতদের অভিমত ঃ মোটামুটি নিরপেক্ষ ভূমিকা ৪০%, নিরপেক্ষতা হারিয়েছে ৩৪%, নিরপেক্ষ ভূমিকা ১৯%, মতামত নেই ৭%।

ট্রান্সশিপমেন্টের মত একটি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যু সরকার এবং বিরোধীদলের মধ্যে অর্থবহ আলোচনা বিতর্কের মাধ্যমে এটি সংসদে পাস হওয়া উচিত এমন ধারণা ৬১% উত্তরদাতার। গণভোটের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন ৩৫%। এটি ক্যাবিনেটে পাস করলেই চলবে, সংসদে আলোচনার প্রয়োজন নেই বলেছেন ৩%। জানেন না বলেছেন ১%।

এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের বক্তব্য ঃ সংসদে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে পাস হওয়া উচিত ৫৪%, গণভোটে দেয়া উচিত ৩৭%, ক্যাবিনেটের মাধ্যমে পাস করা উচিত ৭%, উত্তর দেননি ২%।

জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার, সভায় মত প্রকাশিত হয়েছে যে, ট্রান্সশিপমেন্ট শুধু ভারতের সাথে না হয়ে আঞ্চলিক ভিত্তিতে হতে পারে অর্থাৎ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের সাথে যৌথ সহযোগিতায় ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থা চালু হতে পারে। ৮৫% জরিপে অংশগ্রহণকারী এই মতামত সমর্থন করেন। ৮% এই মতের বিরোধিতা করেন অর্থাৎ তারা আঞ্চলিক ট্রান্সশিপমেন্ট চান না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ট্রান্সশিপমেন্ট মোটামুটি সমর্থন করেন ৪%। কোন মতামত দেননি ৩%।

ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক-মালিকদের মতে ঃ সমর্থন করি ৮৬%, বিরোধিতা করি ৯%, মোটামুটি সমর্থন করি ৪%, উত্তর দেব না ১%।

ট্রান্সশিপমেন্ট ইস্যুতে বিরোধীদল যে অবস্থান নিয়েছে, ৪৭% মনে করেন তা সঠিক কিন্তু তারা বিরোধিতার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করছে (যেমন হরতাল) তা সঠিক নয়। বিরোধীদলের অবস্থান সঠিক নয় এবং কর্মপদ্ধতিও সঠিক নয় এমনটি ভাবছেন ৩২% উত্তরদাতা। ১৮% বিরোধীদলের অবস্থান এবং কর্মপন্থা উভয়টিকে সঠিক বলেছেন। এক্ষেত্রে ৩% কোন মন্তব্য করেননি।

পরিবহন সংশ্লিষ্টদের উত্তরগুলো হলো ঃ বিরোধীদলের অবস্থান সঠিক কিন্তু পদ্ধতি ঠিক নয় ৩৭%, বিরোধীদলের অবস্থান এবং পদ্ধতি উভয়ই সঠিক নয় ৩৩%, অবস্থান এবং পদ্ধতি সঠিক ২৮%, উত্তর নেই ২%।

সরকারের তিন বছর ঃ বর্তমান সরকারের বয়স এখন ৪০ মাস। [illegible]ত জুনে [illegible] তিক্রম [illegible] সমস্যা [illegible] জনীয় [illegible] এবং [illegible] রের [illegible] নুষ [illegible] হয় [illegible] র [illegible]